আজকের কাগজ

তারিখ 22 NOV 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

80

35

ক্যাব—এর জরিপ

দেশের অধিকাংশ অভিভাবক প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয়

বর্তমানে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শহরের অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তুষ্ট নয়, অভিভাবকরা স্কুলগুলিতে নিম্নমানের শিক্ষার জন্যে স্কুলের পরিবেশকেই দায়ী করেছেন এবং তারা ক্রমশঃ তাদরে সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব গৃহশিক্ষকদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন। গত অক্টোবর মাসে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। (ক্যাব) ঢাকা শহরের ২০টি এলাকায় স্কুল পড়ুয়া ছাত্র–ছাত্রীদের অভিভাবকদের ওপর এক জরিপ কাই চালায়। জরিপে ২৬৬ জন অভিভাবকের মতামত নেয়া হয় যাদের শতকরা ৫৪ দশমিক ১৪ ভাগ চাকরিজীবী, ১৭ দশমিক ৬৭ ভাগ ব্যবসায়ী, ১৫ দশমিক ০৪ ভাগ গৃহিণী, ৩ দশমিক ৬৭ ভাগ শিক্ষক, ১ দশমিক ৮৮ ভাগ সাংবাদিক এবং ২ দশমিক ২৬ ভাগ ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, বর্তমানে স্কুলগুলোতে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শতকরা ৫৯.৭৭ ভাগ অভিভাবক সন্তুষ্ট নন। শতকরা ৩৪ দশমিক ৫৯ ভাগ বলেছেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা উচিত : ২৪ দশমিক ৫৩ ভাগ বলেছেন, স্কুলের শিক্ষকদের আরো প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা এবং ক্লাসে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা এমনভাবে নির্দিষ্ট করা উচিত যাতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় থাকে, ২২ দশমিক ০১ ভাগ পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছেন, ১০ দশমিক ০৬ ভাগ বলেছেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধার বিকাশ ঘটে না এবং শতকরা ৬ দশমিক ৯২ ভাগ কারিগরী শিক্ষার প্রসারের প্রতি জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে শতকরা ৩ দশমিক ৬০ ভাগ অভিভাবক স্কুলে ভাল পড়াশুনা না হওয়ার জন্যে শিক্ষকদের দায়ী করেছেন; ৩৯ দশমিক ১০ ভাগ স্কুলের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে, ২৭ দশমিক ৪৪ ভাগ ছাত্র–ছাত্রীদের দায়ী করেছেন এবং শতকরা ৭ দশমিক ১৪ ভাগ অভিভাবক উত্তর দেননি।

জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৬২ দশমিক ৪১ ভাগ অভিভাবক তাদের সন্তানদের জন গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেছেন এবং এদের মধ্যে শতকরা ২৮ দশমিক ৩১ ভাগ তাদের স্কুলের শিক্ষক বা শ্রেণী শিক্ষক এবং ৭৮ দশমিক ৯২ ভাগ অন্যান্য পেশা থেকে যাদের অধিকাংশই মূলতঃ কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছোট বড় সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। যারা বাসায় গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৩৫ দশমিক ৫৪ ভাগ স্কুলে লেখাপড়া ভাল হয় না বলে জানিয়েছেন, ২১ দশমিক ৬৯ ভাগ বলেছেন, পরীক্ষায় বাচ্চাদের ভাল ফল করার জন্য; ১৭ দশমিক ৪৭ ভাগ বলেছেন, ছেলেমেয়েদের ভালভাবে লেখাপড়া করানোর জন্য; ১৩ দশমিক ২৫ ভাগ বলেছেন, ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষার মান ও মেধা উন্নয়নের জন্য এবং মাত্র ৪ দশমিক ৮২ ভাগ বলেছেন, তারা নিজেরা কর্মব্যস্ত থাকার দরুন ছেলেমেয়ের পড়াশুনার খোঁজ খবর ঠিকমত নিতে পারছেন না বলে।

বাচ্চাদের জন্যে স্কুলের শিক্ষা ও গৃহশিক্ষকদের শিক্ষার মধ্যে কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য এরূপ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৮৩ দশমিক ৪৬ ভাগ স্কুলের শিক্ষাকে এবং ১৫ দশমিক ০৪ ভাগ গৃহশিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য বলে মতামত দিয়েছেন এবং শতকরা মাত্র ১ দশমিক ৫০ ভাগ অভিভাবক উভয় শিক্ষাই বাচ্চার জন্যে প্রয়োজন বলে মতামত দিয়েছেন।

স্কুলের পাঠদান পদ্ধতিতে অভিভাবকদের শতকরা ৬৬ দশমিক ৯২ ভাগ সন্তুষ্টি ও শতকরা ৩২ দশমিক ৩৩ ভাগ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। যারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৩৩ দশমিক ৭২ ভাগ অভিভাবক বলেছেন, স্কুলের শিক্ষকরা তাদের দায়িত্বের প্রতি সচেতন নয়, ৩০ দশমিক ২৩ ভাগ বলেছেন, স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই বা স্কুল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয়, ১১ দশমিক ৬৩ ভাগ বলেছেন ক্লাসে অতিরিক্ত ছাত্র–ছাত্রী থাকায় তাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে মেধার বিকাশ ঘটানো হয় না, ৯ দশমিক ৩০ ভাগ বলেছেন, স্কুল শিক্ষকদের ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট পড়ানোর প্রবণতা বেশী, ৮ দশমিক ১৩ ভাগ বলেছেন শিক্ষকরা সময়মত ক্লাসে উপস্থিত থাকেন না, ৫ দশমিক ৮১ ভাগ বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ের জন্যে বরাদ্দকৃত সময় প্রয়োজন মত নয় এবং সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয় না। ফলে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করতে হয় শতকরা মাত্র ১ দশমিক ১৫ ভাগ বলেছেন উন্নত দেশগুলোর অনুরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশেও চালু করা উচিত। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তি।